কলিকাতা হাইকোর্ট

মহামান্য বিচারক : **সব্যসাচী ভট্টচার্য**

রাজিয়া বেগম বনাম বর্ণালী মুখার্জি

2021-এর সিও-128, ২৪.৯.২০২১এ নিষ্পন্ন।

সালিসি ও সমঝোতা আইন (1996 সালের 26) ধারা. ৮ - **সালিশের রেফারেন্স - প্রত্যাখ্যান** - এই **ভিত্তিতে** যে **জালিয়াতির গুরুতর অভিযোগ মামলার বিচারের সাথে জড়িত ছিল, যার জন্য দেওয়ানি আদালতেরই বিস্তারিত সাক্ষ্যের প্রয়োজন ছিল, সালিশকারীর দ্বারা নয় - উভয়পক্ষের মধ্যে অংশীদারিত্ব দলিল থেকে উদ্‌ভূত** বিরোধ - **অভিযুক্ত জালিয়াতি সম্পর্কিত যুক্তিগুলি পর্যালোচনার পরে দেখা** যাচ্ছে **এটি যে সালিশ ট্রাইব্যুনালের এক্তিয়ারভুক্ত - কোনও গুরুতর জালিয়াতির প্রশ্ন উত্থাপিত হয় নি, যার জন্য দীর্ঘায়িত সাক্ষ্যের প্রয়োজন হয় না - দস্তাবেজগুলির কেবল পরীক্ষা , অন্যান্য পরিস্থিতিগত সাক্ষ্যের সাথে, মামলার নিষ্পত্তির জন্য যথেষ্ট** - সিদ্ধান্ত **নেবার জন্য সালিশকারীর কাছে পাঠানো হল। চুক্তি আইন (1872 সালের 9),** ধারা. 17 -

জালিয়াতির অভিযোগ সম্পর্কিত সওয়াল পর্বের দিকে এক নজরে তাকালেই বোঝা যায় যে এটি পুরোপুরি সালিস ট্রাইব্যুন্যালের এক্তিয়ারভুক্ত, জালিয়াতির কোনও গুরুতর প্রশ্ন উত্থাপিত হয়নি, যার জন্য সবিস্তারে সাক্ষীসাবুদের প্রয়োজন হয়। অভিযোগের ভিত্তি স্পষ্টভাবে সওয়াল করা হয়েছে এবং উভয়পক্ষের সহায়তায়, এবং অন্যান্য সাক্ষ্যসাক্ষ্যের সমর্থনে সম্মিলিত ভাবে বিচার্য দলিলটি পরীক্ষা করেই তা সমাধান করা যেতে পারে।মামলাটিতে এমন কোনও বিষয় জড়িত নেই যার নিষ্পত্তি একটি সালিসী ট্রাইব্যুনাল দ্বারা হতে পারে না, কেবলমাত্র একটি দেওয়ানি আদালত দ্বারাই হতে পারে, যা নিম্ন আদালতকে বিষয়টি সালিশের কাছে পাঠাতে অস্বীকার করতে প্ররোচিত করতে পারত।

জালিয়াতি/প্রতারণার অভিযোগ সম্বলিত সমগ্র অভিযোগটির সরল ও অর্থবহ ভাবে পড়লে এমন গুরুতর প্রশ্নের উদয় হয় না, যা একটি অপরাধমূলক উপাদান এবং তার পরিণতির কারণ হতে পারে। জালিয়াতি এবং প্রতারণার ভিত্তিতে, যেমন অভিযোগ করা হয়েছে, এমন কোনও মামলা গঠিত হয় না যা বিষয়টিকে সালিশ ট্রাইব্যুনাল দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত করবে। অন্যান্য পরিস্থিতিগত সাক্ষ্যের

সঙ্গে আলোচ্য নথিপত্রের পরীক্ষাই সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য যথেষ্ট হবে, যা সালিসী ট্রাইব্যুনাল খুব ভালভাবে করতে পারে।বিশেষজ্ঞ নিয়োগ এবং প্রয়োজন হলে সাক্ষ্য গ্রহণে আদালতের সহায়তা নেওয়ার জন্য সালিশ ট্রাইব্যুনালের যথেষ্ট ক্ষমতা রয়েছে।বিচারের এত বিস্তৃত এক্তিয়ার এবং একটি সালিসী ট্রাইব্যুনালের কাছে উপলব্ধ ক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতে, বর্তমান মামলায় উত্থাপিত প্রশ্নগুলি কোনও সালিসকারীর কাছে বিষয়টি পাঠাতে কোনই অসুবিধা নেই।

বর্তমান মামলায় বিচারিক আদালত বাহ্যিক বিষয়গুলি বিবেচনা করে এবং পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে বিরোধিত পুনর্গঠন দলিলটি আদৌ কার্যকর করা হয়েছিল কিনা এবং/অথবা কার্যকর করা হয়েছিল কিনা সে সম্পর্কে কার্যত আগেভাগে রায় দেয়, যা কেবল চূড়ান্ত বিচারে সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে ১৯৯৬ এর ৮ ধারায় আবেদনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর্যায়ে নয়। বিচারিক আদালত প্রাথমিকভাবে মনে করেছে যে দলিলটি "কার্যকর করা হয়নি" অথবা এর অস্তিত্বই ছিল না। "আদালত আরও দেখেছে যে, আদালতে উপস্থাপিত উপকরণ অপর্যাপ্ত বিবেচনা করে, দলিলের অস্তিত্ব তর্কসাপেক্ষ, এমন কোনও নির্দিষ্ট অংশের ইঙ্গিত না দিয়ে যা এই ধরনের অভিযোগের বিরোধিতা করে যা বিবাদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতার সালিশ ট্রাইব্যুনালের এক্তিয়ারকে অস্বীকার করে, বিতর্কিত দলিলের একটি নির্দিষ্ট সালিশ ধারার অস্তিত্বের পরিপ্রেক্ষিতে।জালিয়াতির আবেদন কোনও জাদুদণ্ড নয় যা আদালতকে সালিশের রেফারেন্সের জন্য কোনও আবেদন প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য করতে পারে, উভয় নিম্ন আদালত বিষয়টি সালিশের জন্য পাঠাতে অস্বীকার করে ক্ষেত্রে এক্তিয়ার-বহির্ভূত কাজ করেছিল।

(অনুচ্ছেদ ৩০,৩৫,৩৬,৩৭,৩৮,৩৯)

উল্লেখিত মামলাঃ **কালানুক্রমিক** অনুচ্ছেদ

এ আই আর 2016 এসসি 4675

এ আই আর অনলাইন 2019 এসসি 1046

এ আই আর 2011 এসসি 2507:2011 এআই আর এস ই ডব্লু 3089

এ আই আর অনলাইন 2020 এসসি 929 (নির্ভর করে)

2010 এ. আই. এইচ. সি 3555

(ক্যাল) (চিহ্নিত) এ. আই. আর.

2011 ক্যাল 91 (চিহ্নিত) (2021)

4 এস. সি. সি 379 (নির্ভর করে)

আইনজীবীদের নাম

বাদী পক্ষে মৈনাক বোস, সৌমিত্র গাঙ্গুলি, শুভজিৎ সিল, সমিত ভাঞ্জা; প্রতিবাদী পক্ষে রত্নাঙ্কু ব্যানার্জি, ঋতব্রত মিত্র, চন্দ্র শেখর ঝা, আদিত্য কুমার।

1. **সব্যসাচী ভট্টাচার্য,** বিচারপতি- ভারতের সংবিধানের অনুচ্ছেদ 227-এর অধীনে বর্তমান চ্যালেঞ্জটি আরবিট্রেশন অ্যান্ড কনসিলিয়েশন অ্যাক্ট, 1996-এর ধারা 37-এর অধীনে (এরপরে "1996 আইন" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) আপীল আদালতের একটি আদেশের বিরুদ্ধে আবেদন করা হয়েছে, যা বিচারিক আদালত কর্তৃক প্রদত্ত একটি আদেশকে নিশ্চিত করে বিবাদী নং-১এর আবেদন প্রত্যাখ্যান করে, এবং 1996 সালের আইনের 5 ধারার সঙ্গে পঠিত 8 ধারার অধীনে।

2. উভয় নিম্ন আদালত এই ভিত্তিতে অগ্রসর হয় যে, মামলাটির বিচারের সাথে জালিয়াতির একটি গুরুতর অভিযোগ জড়িত ছিল, যার জন্য বিস্তারিত সাক্ষ্যসাক্ষ্যের প্রয়োজন ছিল এবং তা কোনও সালিসকারীর দ্বারা নয়, দেওয়ানি আদালতেই শুনানি হওয়া উচিত।

3. বিচারিক আদালত আরও বলেছে যে এটি প্রাথমিকভাবে বলা যেতে পারে যে 17ই এপ্রিল, 2007 তারিখের বিচার্য দলিলটি কার্যকর করা হয়নি বা আদৌ তাঁর অস্তিত্ব ছিল না।যেহেতু দলিলটির অস্তিত্ব তর্কসাপেক্ষ ছিল, তাই বিচারিক আদালত বলেছিল যে, সুস্পষ্ট সাক্ষ্য বিবেচনা করে এই বিষয়ে আরও সালিশীর প্রয়োজন, যা দেওয়ানি আদালতে করা হবে।

4. আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত বিদ্বান কৌঁসুলি যুক্তি দেখান যে উভয় নিম্ন আদালত 1996 সালের আইনের 8 ধারার আওতায় বিষয়টি সালিশের জন্য পাঠাতে অস্বীকার করে এক্তিয়ার-বহির্ভূত কাজ করেছে। এটি বলা হয়েছে যে আবেদনকারী এর আগে এই আদালতে সালিসকারী নিয়োগের জন্য 1996 সালের আইনের 11 ধারার অধীনে একটি আবেদন দায়ের করেছিলেন, যা 11ই মার্চ, 2021 তারিখের একটি আদেশ দ্বারা খারিজ করা হয়েছিল এই বলে যে সালিস চুক্তির অস্তিত্বের বিষয়টি একটি পুনর্বিবেচনামূলক আবেদনে এই আদালতে বিচারাধীন ছিল, আবেদনকারীকে সালিস চুক্তির অস্তিত্ব সম্পর্কে যে কোনও ফলাফল পুনর্বিবেচনা আদালতে ফেরত দেওয়া সাপেক্ষে নতুন করে ফাইল করার স্বাধীনতা দেয়।বর্তমান পুনর্বিবেচনার আবেদন বিচারাধীন থাকাকালীন এই আদেশ জারি করা হয়।

5. বাদীপক্ষের বিজ্ঞ কৌঁসুলি যুক্তি দেখান যে উভয় নিম্ন আদালত A.3 আয়াস্বামী বনাম

পরমশিবম এবং অন্যান্য মামলাটিতে সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক নির্ধারিত নীতিগুলির ভুল ব্যাখ্যা করেছে যা (2016) 10 এস. সি. সি 386-এ প্রকাশিত।(এ. আই. আর **2016 এস. সি 4675),** জালিয়াতির অভিযোগ পরীক্ষা না করেই, যা বাদাপত্রের ২৫ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে।জালিয়াতির অভিযোগের গুরুত্ব বিবেচনা করা হয়নি এবং সওয়ালে বলা হয়েছে উভয় নিম্ন আদালত বাহ্যিক তথ্যের উপর ভিত্তি করে এগিয়েছে যা সালিশে জালিয়াতির বিষয়টি বিবেচনার জন্য অপ্রাসঙ্গিক ছিল।।

6. বিজ্ঞ কৌঁসুলি রশিদ রাজা বনাম সাদফ আখতারের মামলার উপর নির্ভর করেছেন যা (2019) 8 এস. সি. সি 710-এ প্রকাশিত।

(এ. আই. আর. অনলাইন 2019 এস. সি. 1046), যা আয়াস্বামী (পূর্বোক্ত) মামলার প্রসঙ্গ টেনে উল্লেখ করে পুনর্ব্যক্ত করেছে যে জোচ্চুরি/ প্রতারণার গুরুতর অভিযোগ এবং জালিয়াতির একটি সাধারণ অভিযোগের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।বিশেষ করে, বাদী আয়াস্বামী মামলার (পূর্বোক্ত) 25 অনুচ্ছেদের উপর নির্ভর করেছেন।

7. এরপরে বুজ অ্যালেন এবং হ্যামিল্টন ইনকর্পোরেটেড বনাম এস. বি. আই হোম ফাইন্যান্স লিমিটেড এবং অন্যান্যরা মামলাটি উদ্ধৃত করা হয়েছে।

(2011) 5 এস. সি. সি **532:(এ. আই. আর 2011** এস. সি 2507), বিদ্বান কৌঁসুলি জমা দিয়েছেন যে উক্ত প্রতিবেদনের 36 অনুচ্ছেদে অ-সালিশযোগ্য বিরোধের উদাহরণ উল্লেখ করা হয়েছে যা স্পষ্টভাবে পাবলিক ফোরাম দ্বারা বিচারের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।যুক্তি দেখানো হয়েছে যে বিদ্যা দ্রোলিয়া এবং অন্যান্য বনাম দুর্গা ট্রেডিং কর্পোরেশন মামলায় সুপ্রীম কোর্টের তিন বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ (2021) 2 SCC : AIR Online 2020 SC 929 এ প্রকাশিত) রায়ে এই নীতিই পুনর্ব্যক্ত হয়েছে ।

8. বিদ্যা দ্রোলিয়া (পূর্বোক্ত) মামলায় সুপ্রীম কোর্ট অ-সালিশযোগ্য বিবেচনার জন্য আইনী মাপকাঠিগুলি সুস্পষ্ট ভাবে দেখিয়ে দিয়েছে। এটি স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল যে, সালিসি আইনে কোনও শ্রেণীর বিরোধ বাদ দেওয়ার জন্য কোনও নির্দিষ্ট বিধান করে নেই যাকে অ-সালিশযোগ্য বলা যায়, তবে এমন কিছু মন্তব্য রয়েছে যাতে বলা হয়েছে যে জালিয়াতি এমন ৪ প্রকারের বিবাদের মধ্যে একটি যেখানে বিরোধের বিষয়াদি অ-সালিশযোগ্য বলে বিবেচিত।তবে, এটি পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছিল যে নিছক জালিয়াতির অভিযোগ যথেষ্ট নয়, তবে এমন প্রকৃতির হওয়া উচিত যা কার্যত ফৌজদারি অপরাধের পর্যায়ে পড়ে।বিচারপতি চন্দ্রচূড়ের সম্মতিসূচক রায়ে বিশেষভাবে বলা হয়েছে যে, জালিয়াতির অভিযোগকে সালিশের বিষয় করা যেতে পারে এবং ফৌজদারি অন্যায় কাজ বা বিধিবদ্ধ লঙ্ঘনের অভিযোগ চুক্তিভিত্তিক সম্পর্ক থেকে উদ্ভূত বিরোধ নিষ্পত্তি করার ক্ষেত্রে সালিশ

ট্রাইব্যুনালের এক্তিয়ার- বহির্ভূত হবে না।

9. বাদী আরও যুক্তি দেখান যে 1996 সালের আইনের 26 এবং 27 ধারা একটি সালিসী ট্রাইব্যুনালকে বিশেষজ্ঞ নিয়োগের জন্য এবং যদি প্রয়োজন হয়, সাক্ষ্য গ্রহণে সহায়তার জন্য আদালতে আবেদন করার জন্য যথেষ্ট অনুমোদন দেয়।

10. অতএব, যুক্তি দেওয়া হয় যে উভয় নিম্ন আদালত বিষয়টি সালিশের কাছে পাঠাতে অস্বীকার করে এক্তিয়ার-বহির্ভূত কাজ করেছে।

11. বাদীর পক্ষের বিজ্ঞ কৌঁসুলি বিবাদী পক্ষ ১এর পুনর্বিবেচনার আবেদনে আরোপিত আদেশগুলিকে সমর্থন করেছেন।এটি যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে দেওয়ানি আদালতের কর্তৃত্ব এবং এক্তিয়ার বাতিল না করা পর্যন্ত দেওয়ানি প্রকৃতির সমস্ত মামলা নির্ধারণ এবং বিচার করার জন্য দেওয়ানি কার্যবিধির 9 ধারার অধীনে একটি দেওয়ানি মামলা রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য।বিবাদী পক্ষ ১এর আইনজীবীর যুক্তিতে যেহেতু 17ই এপ্রিল, 2007 তারিখের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অংশীদারিত্ব দলিলটি আপাতদৃষ্টিতে নিষিদ্ধ, জাল এবং সাজানো বলে অভিযোগ করা হয়েছিল, তাই এই ধরনের দলিলকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য একটি দেওয়ানি মামলা, এমনকি যদি এতে সালিশ চুক্তি থাকে, রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য।

12. এই ধরনের প্রস্তাবের সমর্থনে, বিজ্ঞ কৌঁসুলি যমুনা ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন লিমিটেড এবং অন্যান্য বনাম ঘনশ্যামদাস বহেতি এবং অন্যান্য, (2010) 4 সিএইচসি 488 (ক্যাল): (2010 এআইএইচসি 3555 (ক্যাল)) এবং ঘনশ্যামদাস বহেতি বনাম যমুনা ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন লিমিটেড, এআইআর 2011 ক্যাল 91-এ প্রকাশিত মামলার উপর নির্ভর করেছেন। 1996 সালের আইনের 8 নম্বর ধারার ভাষার উপর বিশেষভাবে নির্ভর করে, এটি বিরোধী পক্ষ নং ১ দ্বারা যুক্তি দেওয়া হয় যে প্রাথমিক পর্যায়ে সালিসি চুক্তির অস্তিত্ব বা অস্তিত্বহীনতার তদন্ত 1996 সালের **আইনের 8 ধারার আওতায়** রয়েছে।

13. এ. আয়াসামি (পূর্বোক্ত) এবং বিদ্যা দ্রোলিয়া (পূর্বোক্ত) মামলার উপর নির্ভর করে, বিবাদী পক্ষের বিজ্ঞ কৌঁসুলি যুক্তি দেন যে আদালত সালিশের কাছে পাঠাতে অস্বীকার করবে এবং সারবত্তার ভিত্তিতে মামলা চালাবে যখন জালিয়াতির গুরুতর অভিযোগ থাকায় তা ফৌজদারি অপরাধেরর পর্যায়ে পড়ে বা যেখানে জালিয়াতি এবং দস্তাবেজের জালিয়াতির গুরুতর অভিযোগ রয়েছে বা যেখানে জালিয়াতি পুরো চুক্তিতে ছেয়ে আছে যাতে চুক্তির বৈধতা নিয়েই প্রশ্ন ওঠে।

14. বিজ্ঞ কৌঁসুলি যুক্তি দেখান যে, যে মামলা থেকে বর্তমান সংশোধনটি উদ্ভূত হয়েছে, তাতে জালিয়াতি ও জালিয়াতির অভিযোগ মামলাটি একাধিক কারণে 17ই এপ্রিল, 2017-এর অংশীদারিত্ব দলিল কার্যকর করার ক্ষেত্রে আপাতদৃষ্টিতে স্পষ্ট।

15. যেহেতু পুরো অংশীদারিত্ব দলিলটি মামলায় চ্যালেঞ্জের অধীনে রয়েছে এবং অংশীদারিত্ব দলিলের জালিয়াতিকরণ, জালিয়াতি এবং প্রতারণার প্রাথমিক সাক্ষ্য রয়েছে, যা অবশ্যই বোঝায় যে কোনও বৈধ সালিশ চুক্তি বিদ্যমান নেই, যেহেতু সালিশ ধারাটি নিজেই 6টি অংশীদারিত্ব দলিলের সাথে নষ্ট হয়ে যায়, ন্যায়বিচারের কার্যকারিতা সালিশের রেফারেন্স দ্বারা সাধিত হবে না।

16. অতএব, এই যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে উভয় নিম্ন আদালত সালিশের কাছে পাঠানোর জন্য বাদীর আবেদনটি সঙ্গত কারণেই প্রত্যাখ্যান করেছে।

17. বাদী/বিপরীত পক্ষ নং ১এর পক্ষে আরও যুক্তি দেওয়া হয় যে মামলাটি ইতিমধ্যে 20 নভেম্বর, 2018 তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে একতরফা শুনানির জন্য ধার্য করা হয়েছে, কারণ বিবাদী নং ১ দ্বারা কোনও লিখিত বিবৃতি দায়ের করা হয়নি।

18. পেশ করা হয়েছে যে বর্তমান চ্যালেঞ্জটি করা হয়েছে মামলাটিকে একতরফা শুনানির জন্য পাঠিয়ে 20শে নভেম্বর, 2018 তারিখের আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে একতরফা শুনানির পরিণতি এড়াতে এবং বিবাদীকে নং ১কে লিখিত বিবৃতি দাখিল করার অধিকার দিতে।

19. এটি সুপ্রতিষ্ঠিত যে, 1996 সালের আইনের 8 ধারার অধীনে একটি আবেদনের বিচার করার জন্য, বিষয়টি সালিশের কাছে পাঠানোর আগে আদালতকে দেখতে হবে প্রাথমিকভাবে কোনও বৈধ সালিশ চুক্তি আছে কিনা।

20. 2016 সালে সংশোধিত 1996 সালের আইনের 8 (1) ধারাটি 2015 সালের 23শে অক্টোবর থেকে পূর্ববর্তী প্রভাব সহ নিম্নরূপঃ

"8। যেখানে সালিশ চুক্তি রয়েছে সেখানে উভয়পক্ষকে সালিশে পাঠানোর করার ক্ষমতা।(1)কোনও বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের কাছে সালিসি চুক্তিভুক্ত কোন কার্যকলাপ উপস্থাপিত হলে যদি সালিসি চুক্তির কোনও পক্ষ বা তার মাধ্যমে বা তার অধীনে দাবি করা কোনও ব্যক্তি বিরোধের বিষয়বস্তু সম্পর্কে তার প্রথম বিবৃতি জমা দেওয়ার তারিখের মধ্যে আবেদন করে থাকে, তবে সেই কর্তৃপক্ষ অন্য যে কোন রায়, সুপ্রীম কোর্ট বা অন্য যে কোন আদালতের ডিক্রি বা আদেশ নির্বিশেষে উভয়পক্ষকে সালিশের কাছে পাঠাবে যদি না প্রাথমিক ভাবে দেখা যায় যে কোন বৈধ সালিশি চুক্তি নেই।

21. বাদপত্রের অভিযোগ এবং 1996 সালের আইনের 8 ধারার অধীনে আবেদনকারী তার আবেদনে যে অবস্থান নিয়েছিলেন তা মামলার প্রকৃত ভিত্তির মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলি প্রকাশ করে।

22. উভয় পক্ষের সম্মতিতে, বিপরীত পক্ষ নং ১ থেকে ৩ এর মধ্যে একটি অংশীদারিত্ব চুক্তি করা হয়েছিল 3 ডিসেম্বর, 2005-এ।

23. বাদী সওয়াল করেছেন যে, 2010 সালের ৭ই অক্টোবর একটি পুনর্গঠিত দলিল কার্যকর করা হয়েছিল যার মাধ্যমে জনৈক সত্যজিৎকে, যিনি বিপরীত পক্ষ নং ১ বর্ণালী মুখার্জির স্বামী, অংশীদারিত্বে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল, অন্যদিকে বিরোধী পক্ষ নং ২ (বাদী রাজিয়ার স্বামী) এবং বিপরীত পক্ষ নং ৩, জনৈক রায়হান ইকবাল, অংশীদারিত্ব থেকে বেরিয়ে আসেন। ফলস্বরূপ, বিপরীত পক্ষ নং১ এবং তার স্বামী সত্যজিৎ ফার্মের একমাত্র অংশীদার হয়ে ওঠেন।

24. 3রা আগস্ট, 2010-এ, রিদ্ধি গোল্ড প্রাইভেট লিমিটেড নামে একটি সংস্থা বিরোধী পক্ষ নং ১ এবং তাঁর স্বামীর দ্বারা গঠিত হয়েছিল মার্চ, 2011য়। কথিতভাবে, উক্ত সংস্থাটি সেনকো গোল্ড জুয়েলারির অংশীদারিত্বের ব্যবসাটি গ্রহণ করে।

25. তবে বাদী নং ১ এর মতে, ৭ই অক্টোবর, ২০১০ তারিখের পুনর্গঠিত দলিলটি কার্যকর করার আগে, ১৭ই এপ্রিল, ২০০৭ তারিখে ফার্মের অংশীদারদের দ্বারা একটি পূর্ববর্তী পুনর্গঠিত দলিল করা হয়েছিল, যার মাধ্যমে বিবাদী নং ১ এবং জনৈক বেলা রানী (বাদী/বিপরীত পক্ষ নং ১ বর্ণালীর শাশুড়ি)-কে ফার্মে অংশীদার হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল।আবেদনকারীর যুক্তি, এর ফলে ১৭ই এপ্রিল, ২০০৭-এ এবং তার পরে, বিপরীত পক্ষ নং ১ থেকে ৩ এবং সেই সঙ্গে বাদী ও উক্ত বেলারাণী ফার্মের অংশীদার হন।উপরন্তু, আবেদনকারী এবং বেলা রানী, ১৭ই এপ্রিল, ২০০৭ তারিখের পুনর্গঠন চুক্তির বলে সদ্য অন্তর্ভুক্ত অংশীদাররা, ৭ই অক্টোবর, ২০১০ তারিখের তথাকথিত পুনর্গঠন চুক্তির পক্ষ ছিলেন না, যদিও আবেদনকারীর স্বামী, বিপরীত পক্ষ নং ২, আপাতদৃষ্টিতে তাতে স্বাক্ষর করেছিলেন।

26. অতএব, বাদী এবং বেলা রানীর অনুপস্থিতিতে, অন্যান্য অংশীদাররা, মূল অংশীদারদের মধ্যে, অর্থাৎ বিপরীত পক্ষ নং ১ থেকে ৩ এর মধ্যে, 7ই অক্টোবর, 2010 তারিখের স্বাক্ষরিত তথাকথিত পুনর্গঠন চুক্তিটি কলুষিত এবং আইনের দিক থেকে দুর্বল ছিল।

27. উভয় পক্ষের এই যুক্তিদ্বন্দ্বের পরিপ্রেক্ষিতে, উভয় নিম্ন আদালত এই ভিত্তিতে অগ্রসর হয় যে বিষয়টি দেওয়ানি আদালত দ্বারা শুনানি করা উচিত, সালিশের জন্য পাঠানো উচিত নয়, কারণ জালিয়াতির গুরুতর অভিযোগ বিচারে জড়িত ছিল।

28. পুরো বাদপত্রটি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে জালিয়াতি/জালিয়াতির অভিযোগের উপাদানগুলি বিশেষত এর কিছু অনুচ্ছেদে দাবি করা হয়েছে, যা নিম্নরূপঃ

"18) প্রতিবাদী নং ১ অংশীদারিত্ব সংস্থার অংশীদার হিসাবে অধিকার দাবি করে যে সংস্থার শুরু 17ই এপ্রিল, 2007-এর একটি কথিত দলিল দ্বারা যা একটি সাজানো নথি, যা বাদীর ক্ষতি করে অন্যায্য লাভ করার জন্য তৈরী হয়েছিল।

20) উক্ত নথিটি একটি জাল নথি হওয়ায়, এর অধীনে থাকা কথিত সালিশ চুক্তিটিও স্বাভাবিকভাবেই জাল এবং যা বাদী দেখতে সক্ষম।

21) 17ই এপ্রিল, 2007-এর জাল নথিতে করা বহুবিধ হস্তক্ষেপ এবং কারসাজি স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত দেয় যে এই ধরনের নথি তাড়াহুড়ো করে তৈরী এবং এই ধরনের নথি প্রস্তুত করতে অভ্যস্ত ব্যক্তিদের সহায়তায় প্রস্তুত করা হয়েছে।

23) বাদী বলেছেন যে এখানে সংযুক্ত দস্তাবেজগুলি থেকে এটি স্পষ্ট যে 17ই এপ্রিল, 2007 তারিখের অভিযুক্ত দলিলটি একটি জাল, প্রতারণার এবং সাজানো, এবং এটিকে অর্থহীন অকেজো ঘোষণা করে বাতিল করা উচিত এবং কোনও কার্যকারিতা রাখা উচিত নয়।

25) বাদী পেশ করেছেন যে 17ই এপ্রিল, 2007 তারিখের কথিত দলিলটি কখনই কার্যকর করা হয়নি বা স্বীকৃত হয়নি এবং কথিত দলিলটিতে চোখ বোলালেই জালিয়াতির অসংখ্য উদাহরণ প্রাথমিক ভাবে স্পষ্ট দেখা যায়।17ই এপ্রিল, 2007 তারিখের কথিত দলিলটি একটি জাল, মনগড়া এবং সাজানো দস্তাবেজ এবং বাদীর কষ্টার্জিত অর্থ আত্মসাৎ করতে এবং তাকে প্রতারিত করতে ব্যবহৃত হয়েছে।প্রতিবাদীর দ্বারা প্রবঞ্চনা ও জালিয়াতির অসংখ্য ঘটনা নীচে উল্লেখ করা হয়েছেঃ

a) কথিত দলিলের সঙ্গে সংযুক্ত নোটারিয়াল শংসাপত্রে 5টি নামের পরিবর্তে মাত্র 3টি নাম রয়েছে এবং তাতে কোনও দলিল নম্বর উল্লেখ করা নেই।

b) জাল স্বাক্ষরের কাছে কথিত দলিলের প্রথম পৃষ্ঠার উপরে "অব্যাহত স্বাক্ষর"...... পরবর্তী তারিখে এবং সময়ে সন্নিবেশ করা হয়েছে বলে প্রতীয়মান;

c) বেলা রানী মুখার্জি (অতঃপর মৃত) গুরুতর অসুস্থতার কারণে পুরোপুরি শয্যাশায়ী ছিলেন এবং এই ধরনের কোনও কথিত নথিতে স্বাক্ষর করার মতো অবস্থায় ছিলেন না, যা প্রকৃতপক্ষে বিবাদীদের জানা ছিল না;

d) কথিত দলিলের প্রথম পৃষ্ঠায় বাদীর বয়স মুছে দেওয়া হয়েছে এবং তার উপর ভুল বয়স লেখা হয়েছে, যা একান্তই অসম্ভব কারণ বাদীর বয়স বাড়তে পারে মাত্র কমতে পারে না যেমনটি ০১.১২.২০০৫ তারিখের দলিল থেকে স্পষ্ট;

e) কথিত দলিলের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দৃশ্যমান ফন্টগুলিতে দুটি ভিন্ন ধরনের ফন্ট রয়েছে এবং দুটি অনুচ্ছেদের মধ্যে কোনও ব্যবধান নেই যা থেকে আবার দেখা যায় যে 17ই এপ্রিল, 2007-এর কথিত দলিলটি একটি জাল, মনগড়া এবং একটি সাজানো নথি;

f) কথিত দলিলের তৃতীয় পৃষ্ঠায়, অনুচ্ছেদ সংখ্যাগুলি অদ্ভুতভাবে বাদ দেওয়া হয়েছে এবং কেন এই ধরনের কাজ করা হয়েছিল তা একেবারেই স্পষ্ট নয়।

g) কথিত দলিলের চতুর্থ পৃষ্ঠায় ০১.০৪.২০০৫ তারিখের একটি দলিলের উল্লেখ রয়েছে, কিন্তু এই তারিখে কোনও দলিল কখনও কার্যকর করা হয়নি বা বিদ্যমান ছিল না, বাদী বেলা রানী মুখার্জির (অতঃপর মৃত) সাথে এবং বিবাদী নং ৩-এর কখনও কোনও অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়নি যা প্রথম লাইনে উল্লেখ করা হয়েছে।

h) অধিকন্তু, কথিত দলিলের চতুর্থ পৃষ্ঠার 5 এবং 14 নং লাইনে বলা হয়েছে যে বেলা রানী মুখার্জি (অতঃপর মৃত) এবং বিবাদী নং ১ জানিয়েছিলেন তারা অংশীদারিত্ব ব্যবসা থেকে অবসর নিতে এবং উক্ত সংস্থায় তাদের অধিকার ত্যাগ করতে ইচ্ছুক, যা বিবাদী নং-১ 9 ধারায় তার আবেদনে যে অবস্থান নিয়েছেন তাঁর সম্পূর্ণ বিপরীত।

i) কথিত দলিলের পঞ্চম পৃষ্ঠায় অনুচ্ছেদ নং ৫ বাদ দেওয়া হয় কারণ এটি ০১.১২.২০০৫ দলিলের সংশ্লিষ্ট অংশের সঙ্গে অভিন্ন যা প্রকৃত স্বীকৃত অংশীদারিত্ব দলিল ছিল;

j) কথিত দলিলের ষষ্ঠ পৃষ্ঠায়, ৭ নং অনুচ্ছেদে "১৬.০৪.২০০৭" বাদ দেওয়া হয়েছে এবং "১৭.০৪.২০০৭" কোনও যৌক্তিকতা ছাড়াই তার জায়গায় ঢোকানো হয়েছে;

k) যে আইনজীবী অভিযুক্ত দলিলটি চিহ্নিত করেছেন, তিনি অষ্টম পৃষ্ঠার নীচে তাঁর স্বাক্ষর করেছেন এবং তাঁর নথিভুক্তকরণ নম্বরের নীচে "১৬.০৪.২০০৭" লিখেছেন যা ধারা ৯-এর বিচারপ্রক্রিয়ায় বিবাদী নং ১ সুচতুর ভাবে গোপন করেছেন।

এইগুলিই হল ১৭ই এপ্রিল, ২০০৭ তারিখের কথিত দলিলটিতে বিবাদীদের দ্বারা জালিয়াতি, প্রতারণাটি এবং কারচুপির বিভিন্ন উদাহরণ।

27) চুক্তির আইনী প্রেক্ষিত এবং বৈধতা গুরুতর সংশয়সাপেক্ষ কারণ বাদী দ্বারা এ জাতীয় কোনও চুক্তি কখনও কার্যকর করা হয়নি এবং চুক্তির বৈধ অস্তিত্ব অব্যাহত রাখার প্রশ্নটি ন্যায়বিচারের পরিপন্থী হবে।

29. এই ধরনের অভিযোগের বিষয়ে যে সুরাহা চাওয়া হয়েছে তা বাদীপত্রের প্রার্থনা (এ)-তে রয়েছে, যেখানে ১৭ই এপ্রিল, ২০০৭ তারিখের কথিত অবসর-সহ-নিযুক্তির দলিলকে বাতিল ঘোষণা করার এবং উক্ত দলিলটি হস্তান্তর ও বাতিল করার নির্দেশ দেওয়ার জন্য একটি ডিক্রি চাওয়া হয়েছে। নিষেধাজ্ঞা এবং বাধ্যতামূলক নিষেধাজ্ঞা এবং আনুষঙ্গিক সুরাহার অন্যান্য প্রার্থনাগুলি (এ)তে উল্লিখিত সুরাহার ফলস্বরূপ।

30.A কথিত জালিয়াতি সম্পর্কিত যুক্তিগুলির দিকে এক নজরে তাকালেই বোঝা যায় যে বিষয়টি পুরোপুরি সালিশি ট্রাইব্যুনালের বিচারের এক্তিয়ারভুক্ত কেননা জালিয়াতির কোনও গুরুতর প্রশ্ন উত্থাপিত হয়নি, যার জন্য দীর্ঘ সাক্ষ্যের প্রয়োজন হয়।

অভিযোগগুলি ছিল অনুচ্ছেদ নং-২৫এ বর্ণিত উপাদানগুলির উপর ভিত্তি করে। যার সবগুলিই অনুকূল স্বাক্ষ্যসাক্ষ্যের সাথে বিচার্য দলিলটি পরীক্ষা করে সমাধান করা যেতে পারে যদি উভয়পক্ষ এর পুরোভাগে থাকে ।মামলাটিতে এমন কোনও বিষয় জড়িত নেই যা নিয়ে কোনও সালিসী ট্রাইব্যুনাল সিদ্ধান্ত নিতে পারে না, কেবল কোন দেওয়ানি আদালত দ্বারা সিদ্ধান্ত নিতে পারে, যা উভয় নিম্ন আদালত দ্বারা বিষয়টি সালিশের কাছে পাঠাতে অস্বীকার করার কারণ হতে পারত।

31. বিদ্যা দ্রোলিয়ায় (পূর্বোক্ত), রেফারেন্স পর্যায়ে দেওয়ানি আদালতের এক্তিয়ারের আওতায় সর্বশেষ আইনি অবস্থান নির্ধারণ করা হয়েছিল।

32. বিশেষ করে, এই প্রসঙ্গে এন এন গ্লোবাল মার্কেন্টাইল প্রাইভেট লিমিটেড বনাম ইন্দো ইউনিক ফ্লেম লিমিটেড এবং অন্যান্যরা, (2021) 4 এস. সি. সি 379-এ প্রকাশিত) উল্লেখ্য যাতে সুপ্রিম কোর্টের তিন বিচারপতির বেঞ্চের সিদ্ধান্তের উপর আবেদনকারীর নির্ভর করেছেন, তাতে এটি বিশেষভাবে বলা হয়েছিল যে জালিয়াতির অভিযোগগুলি সালিশযোগ্য নয়, তা একটি সম্পূর্ণ তামাদি দৃষ্টিভঙ্গি, যা অপ্রচলিত হয়ে গেছে এবং যা বর্জন করা উচিত। তবে, এটি বলা হয়েছিল যে জালিয়াতি, কারচুপি বা প্রতারণার ফৌজদারি দিক, য়্র পরিণতি শাস্তিবিধান এবং ফৌজদারি বিধিনিষেধ, কেবল আদালতের বিচার্য, কারণ এর ফলে (অভিযুক্ত) দোষী সাব্যস্ত হতে পারে, যা গণ আইনের আওতাভুক্ত।সুপ্রিম কোর্ট এবংও বলেছে যে সমস্ত দেওয়ানি বা বাণিজ্যিক বিরোধ, চুক্তিগত বা অ-চুক্তিগত, যার বিচার কোন দেওয়ানি আদালতে হতে পারে, নীতিগতভাবে, সালিশের মাধ্যমে তাঁর বিচার ও সমাধান করা যেতে পারে, যদি না তা স্পষ্টভাবে বিধি দ্বারা বা আবশ্যক অনুসিদ্ধান্ত দ্বারা নিষিদ্ধ হয়।।বলা হয়েছিল, জালিয়াতির দেওয়ানি দিকটি সমসাময়িক সালিশ আইনশাস্ত্রে সালিশযোগ্য হতে হবে, একমাত্র ব্যতিক্রম যেখানে অভিযোগটি হল যে সালিশ চুক্তিটি নিজেই জালিয়াতি বা প্রতারণামূলক প্ররোচনার দ্বারা কলুষিত, বা জালিয়াতি অন্তর্নিহিত চুক্তির বৈধতার সাথে সম্পর্কিত এবং সালিশ ধারাটিকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করায়।

33. 1872 সালের চুক্তি আইনের 17 ধারায় দেওয়া "জালিয়াতির" সংজ্ঞাটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছিল।

34. বাদী কর্তৃক উদ্‌ধৃত এই আদালতের রায়গুলি প্রাথমিকভাবে একটি দেওয়ানি আদালতের এক্তিয়ারের ক্ষেত্রের উপর ছিল।এই ধরনের রায় এন এন গ্লোবাল মামলার (পূর্বোক্ত) প্রেক্ষাপটে দেখতে হবে যা সালিশের ক্ষেত্রে সর্বশেষ সংক্ষিপ্তকারে উপস্থাপিত করেছে।

35. বর্তমান মামলার প্রেক্ষাপটে, সমগ্র অভিযোগটির একটি সরল ও অর্থপূর্ণ ভাবে পাঠ করলে, বিশেষত, ২৮ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত অভিযোগের অনুচ্ছেদগুলি, যার

মধ্যে জালিয়াতি/প্রতারণার অভিযোগ রয়েছে, এমন গুরুতর ধরনের প্রশ্নের উদয় হয় না, যা একটি অপরাধমূলক উপাদান এবং তার পরিণতি জড়িত।

36. প্রতারণা ও জালিয়াতির ভিত্তি, যে অভিযোগ বাদপত্রের ২৫ অনুচ্ছেদে অভিযোগ করা হয়েছে, এবং তার উপ-ধারাগুলির প্রেক্ষিতে এটি এমন কোন মামলা নয় যা বিষয়টিকে সালিশ ট্রাইব্যুনাল দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত করবে।

অন্যান্য পরিস্থিতিগত সাক্ষ্যের সাথে শুধুমাত্র দস্তাবেজের পরীক্ষা প্রশ্নটির সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য যথেষ্ট হবে, যা সালিসী ট্রাইব্যুনাল খুব ভালভাবে করতে পারে।

37. প্রকৃতপক্ষে, 1996 সালের আইনের 26 ও 27 ধারার অধীনে বিশেষজ্ঞ নিয়োগ এবং প্রয়োজনে সাক্ষ্য গ্রহণে আদালতের সহায়তা নেওয়ার জন্য সালিসী ট্রাইব্যুনালের যথেষ্ট ক্ষমতা রয়েছে।

বিচারের এত বিস্তৃত সুযোগ এবং একটি সালিসী ট্রাইব্যুনালের কাছে উপলব্ধ ক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতে, বর্তমান মামলায় উত্থাপিত প্রশ্নগুলি কোনও সালিসকারীর কাছে বিষয়টি পাঠাতে কোনই অসুবিধা নেই।

38. এটি সুপ্রতিষ্ঠিত যে, 1996 সালের আইনের 16 ধারা, যা একটি সালিসী ট্রাইব্যুনালের নিজস্ব এক্তিয়ারের উপর রায় দেওয়ার ক্ষমতা সম্পর্কিত, সালিসি চুক্তির অস্তিত্ব বা বৈধতা সম্পর্কিত যে কোনও আপত্তির উপর রায় দেওয়ার জন্য ট্রাইব্যুনালকে যথেষ্ট ক্ষমতা প্রদান করে।

1996 সালের আইনের 16 ধারাতেই সালিসী ট্রাইব্যুনালকে প্রদত্ত ব্যপক ক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতে, বর্তমান আইনে বিবেচনার জন্য থাকা বিরোধগুলির বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে সালিসী ট্রাইব্যুনালের পক্ষ থেকে 14টি অক্ষমতার কোনও প্রশ্নই ওঠে না।

39. উপরন্তু, বর্তমান মামলায় বিচারিক আদালত বাহ্যিক বিষয়গুলি বিবেচনা করে এবং পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে বিচার্য পুনর্গঠন দলিলটির ব্যপারে কিছু ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল কিনা এবং/অথবা তা আদৌ কার্যকর করা হয়েছিল কিনা সে সম্পর্কে কার্যত আগেভাগে রায় দেয়, যা কেবল বিচারপ্রক্রিয়ার চূড়ান্ত পর্যায়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে, 1996 সালের আইনের 8 ধারার অধীনে কোনও আবেদনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর্যায়ে নয়। বিচারিক আদালত প্রাথমিকভাবে দেখেছে যে 17ই এপ্রিল, 2007 তারিখের দলিলটির "ব্যপারে সম্ভবত ব্যবস্থা নেওয়া" হয়নি বা "কার্যকর করা" হয়নি"।

আদালতের সামনে উপস্থাপিত অপর্যাপ্ত উপকরণ বিবেচনা করে আদালত আরও দেখেছে যে দলিলটির অস্তিত্ব তর্কসাপেক্ষ, যদিও সওয়ালের বিশেষ কোন অংশের দিকে ইঙ্গিত করেনি যাতে সালিস ট্রাইব্যুনালের বিরোধের নিষ্পত্তি করার ক্ষমতা কেড়ে

নেওয়ার মতো অভিযোগ আছে। এ জন্য 17ই এপ্রিল, 2007 তারিখের বিতর্কিত চুক্তিতে একটি নির্দিষ্ট সালিশ ধারা থাকার প্রেক্ষিতটি মাথায় রাখা হয়েছে।জালিয়াতির প্রসঙ্গটি কোনও জাদুদণ্ড নয় যা কোনও আদালতকে সালিশের জন্য পাঠানোর কোনও আবেদন প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য করতে পারে, বিশেষত এন এন গ্লোবাল (পূর্বোক্ত)-এ বর্ণিত অনুপাতের প্রেক্ষিতে, যা এই সম্পর্কিত পূর্ববর্তী প্রাসঙ্গিক রায়গুলিও বিবেচনা করে।বাদী/বিরোধী পক্ষ নং ১এর দ্বারা উদ্‌ধৃত কোনও রায়ই উপরোক্ত দৃষ্টিভঙ্গির পরিপন্থী নয় যা এন এন গ্লোবাল মামলায় (পূর্বোক্ত) পরিশেষে সংক্ষিপ্তকারে উপস্থাপিত হয়েছে।

40. বিষয়টির পরিপ্রেক্ষিতে, নীচের উভয় আদালতই 1996 সালের আইনের 8 ধারার অধীনে বিষয়টি সালিশের জন্য পাঠাতে অস্বীকার করে এক্তিয়ার-বহির্ভূত কাজ করেছে। অতএব, পুনর্বিবেচনার আবেদন সফল হল।15

41. তদনুসারে, C.O নং 2021 সালের 128 মামলাটি অনুমোদিত হয়েছে, যার ফলে 2018 সালের মিসেলেনিয়াস মামলা 21 of 2018 য় সিউড়ির অতিরিক্ত জেলা জজ, জেলা বীরভূমের প্রথম আদালত কর্তৃক গৃহীত 25শে সেপ্টেম্বর, 2020 তারিখের রায় এবং আদেশ বাতিল করে দেওয়া হয়েছে, যা 2018 সালের 6ই সেপ্টেম্বর সিভিল জজ (জুনিয়র বিভাগ), সদর কোর্ট, সিউরি দ্বারা 2018 সালের টাইটেল স্যুট 71 of 2018 য় জারি করা আদেশকে সুনিশ্চিত করে।টাইটেল স্যুট নং। 2018-এর 71 এবং এর সাথে জড়িত বিরোধগুলি এতদ্বারা সালিশের জন্য উল্লেখ করা হয়েছে।উভয়পক্ষ এখানে করা কোনও পর্যবেক্ষণের দ্বারা কোনওভাবেই পক্ষপাতের শিকার না হয়ে, স্বাধীনভাবে এবং আইন অনুসারে সারবত্তার ভিত্তিতে বিষয়টির বিচার করার জন্য উপযুক্ত যুক্তি ও নথি সহ সালিসী ট্রাইব্যুনালের কাছে যাওয়ার জন্য স্বাধীন থাকবে।

42. 2021-এর সিএএন 1-কে সেই অনুযায়ী নিষ্পত্তি করা হল।

43. ব্যয় সম্পর্কিত কোনও অর্ডার থাকছে না।

44. সমস্ত প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা যথাযথভাবে মেনে চলার পরে, এই আদেশের জরুরি প্রত্যয়িত অনুলিপিগুলি আবেদনকারী উভয়পক্ষকে সরবরাহ করা হবে।

পিটিশন অনুমোদিত

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.